ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀ যার সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় হাতেনাতে ধরা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

পৃঃ ৫

সেমিফাইনালের চার দলের একটি হবে পাকিস্তান: সৌরভ গাঙ্গুলি ▶

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১০ ● কলকাতা ● ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ৩১ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## গরু পাচার মামলায়

# ঘুম উড়ল অনুব্রতদের!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গত বছর আগস্ট মাস থেকে গরুপাচার মামলায় জেলবন্দি তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। বর্তমানে তার ঠিকানা হয়েছে দিল্লির তিহাড়। গ্রেফতার হয়েছেন কেষ্টর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন, হিসেবরক্ষক সহ আরও অনেকে। তিহাড়ের জেলেই ঠাঁই হয়েছে তাদেরও।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর গরুপাচার মামলার কেস রেকর্ড-সহ আদালতে থাকা সব নথিপত্র দিল্লিতে পাঠানোর আবেদন করা হয়েছে।

যদিও ইডি-র এই আবেদনের বিরুদ্ধে কেষ্ট মণ্ডল সায়গল হোসেন নিজেদের আবেদন রাখতে পারবেন। আগামী ১৯ আগস্ট ইডির এই আবেদনের শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।তবে মনে করা হচ্ছে এবার বিপদ বাড়বে অনুব্রতরদের। আসানসোলের সিবিআই আদালত থেকে অনুব্রত ও সায়গলের গরু পাচার মামলা সরানোর আবেদন জানিয়েছে ইডি।

সূত্রের খবর, গরুপাচার মামলায় এবার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে মরিয়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইতিমধ্যেই সিবিআই-র বিচারপর্বও দিল্লিতে সরানোর আবেদন জানানো হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আবেদন, দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে একসঙ্গে ইডি ও সিবিআই মামলার বিচার চলুক।

ইডির দাবি, মামলা দিল্লিতে সরানো হলে তাতে মামলার গতি বৃদ্ধি পাবে। আদালতে ইডি জানিয়েছে, গরু পাচার মামলার একই অভিযুক্তদের

এরপর ৩ পাতায়

## মায়ানমার থেকে মণিপুরে ঢুকছে কারা?

# বায়োমেট্রিক পরীক্ষায় শরণার্থীদের শনাক্ত করবে সরকার!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মায়ানমার থেকে বেআইনি ভাবে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করার জন্য বায়োমেট্রিক পরীক্ষার পথ নিচ্ছে মণিপুর সরকার। ওই পরীক্ষার মাধ্যমেই শরণার্থীদের শনাক্ত করা হবে। শনিবার রাজ্য সরকারের তরফে বিবৃতি দিয়ে সে কথা জানানো হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের বায়োমেট্রিক পরীক্ষার পাশাপাশি ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজও জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত, মণিপুর-মিজোরাম সীমানার প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি এলাকা বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। সীমানায় বেড়া তৈরির দায়িত্ব যে সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে, তাদের যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। বায়োমেট্রিক হল মানুষের শারীরিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শনাক্তকরণ পদ্ধতি।মূলত আঙুলের ছাপ, মুখ, আইরিস, কণ্ঠস্বর, ডিএনএ, হাতের ছাপ এবং স্বাক্ষর দিয়ে বায়োমেট্রিক পরীক্ষা করা হয়। সরকারি সূত্রে খবর, এই তথ্য সংগ্রহ করার পর তার ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে। সেই তালিকার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে, শরণার্থীদের মধ্যে কারা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন এবং কাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। মণিপুর সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে ঘুরে ঘুরে মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলায় জেলায় ঘুরছেন সরকারি আধিকারিকেরা। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। কিছু দিন আগে মণিপুরে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক

এরপর ৩ পাতায়

## ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ,

# সিবিআই-এর হাতে গ্রেপ্তার কেন্দ্রের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ৩ অধিকর্তা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তিন অধিকর্তাকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। কেন্দ্রের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ওই তিন আধিকারিক-সহ চার জনের বিরুদ্ধে ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ বিনিময়ের অভিযোগ ছিল। শনিবার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।এক বিবৃতিতে সিবিআই জানিয়েছে, 'দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং চেন্নাইয়ের একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়েছে তদন্ত সংস্থা। উদ্ধার করা হয়েছে নগদ ৫৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এছাড়াও বেশ কিছু সন্দেহজনক নথি এবং ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার হয়েছে।' সিবিআইয়ের দাবি, অলোক ইন্ডাস্ট্রিসের প্রতিনিধি রাইজাদা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন দুগ্গালের সঙ্গে। অবৈধ সুবিধার নেওয়ার পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে ঘুষ আদানপ্রদান হয়েছে। মন্ত্রকের তিন অভিযুক্ত অধিকর্তা ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায় সুবিধা দিয়েছে বেসরকারি ওই সংস্থাকে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। সেই সূত্রেই হাইপ্রোফাইল গ্রেপ্তারি।সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের যুগ্ম ডিরেক্টর মনজিত সিং এবং পুনিত দুগ্গল, সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট রুহি অরোরাকে। চতুর্থ ব্যক্তি অলোক ইন্ডাস্ট্রিস নামের কর্পোরেট সংস্থার আধিকারিক ঋষভ রাইজাদা। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে এই অলোক ইন্ডাস্ট্রিসকে অধিগ্রহণ করেছে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড।

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | স্টার | প্রথম বিভাগ | দ্বিতীয় বিভাগ | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBSE | ছাত্রী | ২৮ | ০৩ | ২০ | ০৫ | ৫৮১ |
| | ছাত্র | ০৯ | ০৩ | ০৪ | ০২ | ৫৬৬ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৪ | ০৭ | |

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | >90 % | 90-80 % | স্টার মার্কস | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCHSE | ছাত্রী (বিজ্ঞান) | ০৮ | ০১ | ০৮ | ০৮ | ৪৬২ |
| | ছাত্র (বিজ্ঞান) | ০৬ | ০১ | ০৬ | ০৬ | ৪৫৪ |
| WBCHSE | ছাত্রী (কলা) | ১৬ | ০০ | ১৪ | ১৬ | ৪৪১ |
| | ছাত্র (কলা) | ০২ | ০০ | ০২ | ০২ | ৪৪১ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৫ | ৩২ | |

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

## মণিপুরের ক্ষত সারাবে 'ইন্ডিয়া', আমরা পাশেই আছি: মমতা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধেছিলেন। বিধানসভায় মণিপুর নিয়ে নিন্দাপ্রস্তাব আনার কথা আগেই জানিয়েছিল তাঁর সরকার। রবিবার সন্ধেয় টুইট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'মণিপুরের হৃদয় বিদারক ঘটনা মর্মাহত করছে। গভীরভাবে ব্যথা দিচ্ছে মনকে।উল্লেখ্য, সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই মণিপুর ইস্যুতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে বিজেপি-বিরোধী দলগুলি। কাংপোকপিতে দুই মহিলাকে গণধর্ষণ করে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ভিডিও সামনে আসার পর থেকেই সেই ইস্যুতে উত্তাল লোকসভা থেকে শুরু করে সমগ্র দেশ। রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাগেরও দাবি তুলেছেন তাঁরা। মণিপুরের ঘটনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পাশাপাশি দীর্ঘ আলোচনার দাবি করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'মণিপুরের অরাজকতার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া লড়বে। মহিলা থেকে সংখ্যালঘু, দলিত সকলকে রক্ষা করাটাই হবে ইন্ডিয়ার লক্ষ্য। ইন্ডিয়া শান্তি, ঐক্যের পক্ষে।'মানুষের নৃশংসতা কখনওই কাম্য নয়।'

টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' সবসময় মণিপুরের পাশে আছে। মণিপুরের মানুষজনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা নিয়েই পাশে থাকবে ইন্ডিয়া। মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, মণিপুরকে জ্বলতে দেখেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন ক্ষমতাধররা, সেখানে মণিপুরের ক্ষত সারাবে ইন্ডিয়া।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন, ২৬টি দল নিয়ে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' তৈরি হয়েছে, যার মুখ্যমন্ত্রীদের প্রতিনিধিরাও যাবেন মণিপুরে। তার আগে, গত ১৯ জুলাই মমতার নির্দেশে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের একটি দল গিয়েছিল মণিপুরে। সাংসদ ডেরেক ওব্রায়েনের নেতৃত্বাধীন ওই দলে ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, কাকলি ঘোষদস্তিদার এবং সুস্মিতা দেব। মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তার রিপোর্ট তাঁরা তুলে দিয়েছিলেন দলনেত্রীর হাতে।

## পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট বেলপাহাড়িতে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। দু-তিন কিলোমিটার হেঁটে নদী থেকে জল আনতে হয়। বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছিল শাসকদল।এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দুপাড়া গ্রাম সংসদে জিতেছে বিজেপি। জয়ী বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা লক্ষী রানী পাল কেন্দুপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।তিনি সাধারণ গৃহবধূ হওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে নিজেই ভুক্তভোগী। তিনি জানান, বোর্ড গঠন হলে তাঁর প্রথম কাজ হবে এলাকায় সুষ্ঠভাবে পানীয় জলের সমস্যা দূর করা।কিন্ত সদ্য সমাপ্ত ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোট মিটলেও পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি। তবে, বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান বা অঞ্চল প্রধানরা নিজের বাড়িতেই ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে নিয়েছেন। বেলপাহাড়ি ব্লকের বহু গ্রামে সারাবছর কমবেশি জলকষ্ট থাকে। তবে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে গ্রামগুলিতে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার সৃষ্টি হয়। বেলপাহাড়ির সন্দাপাড়া অঞ্চলের এমনই একটি প্রত্যন্ত গ্রাম কেন্দুপাড়া। এখানকার বাসিন্দাদের দাবি, গরমকালে দূরদুরান্ত থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয়। শুধু তাই নয়, স্নান ও কাপড় কাচার জলও ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। সারা বছর পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে হয় গ্রামবাসীদের। কবে তারা পানীয় জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন তা কেউ জানে না। তাই স্থানীয় প্রশাসনের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।তবে গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, নতুন পঞ্চায়েত সদস্য তাঁদের সমস্যার সমাধান করবেন। কেন্দুপাড়ায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে আগের পঞ্চায়েতের আমলে। অভিযোগ, জঙ্গলমহলে বিগত পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী তৃণমূলের বহু সদস্য ও প্রধান নিজেদের বাড়িতে পাম্প বসিয়েছেন। এবং গ্রামবাসীরা জলের সমস্যায় ভুগছেন। তাই এবার পঞ্চায়েত ভোটে ওই সব এলাকায় তৃণমূলের হার হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। এখন দেখার নতুন পঞ্চায়েত সদস্যরা জঙ্গলমহলের পানীয় জলের হাহাকার কতটা মেটাতে সক্ষম হয়।

## ফুসফুসে সংক্রমণের মাত্রা অনেকটাই বেশি, ফুল ভেন্টিলেশনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। শ্বাসকষ্ট চিন্তা বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষপর্যন্ত ভেন্টিলেশনে দেওয়া হল বুদ্ধবাবুকে। শনিবার সন্ধেয় হাসপাতালে ভর্তির পর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ার পর তাঁর আচ্ছন্ন ভাব কিছুটা কেটে যায়।

উল্লেখ্য, শরীরে সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে বা শরীরের অন্যান্য প্যারামিচার গুলি যখন ওঠনামা করে তখন সাধারণভাবে আচ্ছন্নভাব দেখা যায়। চিকিৎসকরা মনে করছেন সংক্রমণের জেরেই এই আচ্ছন্নভাবে। কড়া ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে বিভিন্ন প্যারামিটারকে স্থিতিশীল করা চেষ্টা হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন বুদ্ধদেবের দুটি ফুসফুসেই সংক্রমণ অনেকটাই। ফলে তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক ধীমান কাহালি বলেন, উনি দীর্ঘদিন সিওপিডিতে ভুগছেন। পাশাপাশি হাই ব্লাড প্রেসারও থাকতো। এই কারণেই হয়তো অক্সিজেন স্যাচুরেশটা কমছে। বয়সও হয়েছে। তার পরেও চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন, এটা ভালো ব্যাপার। তবে চিন্তার ব্যাপার তো রয়েইছে।পরে আবার তাঁর আচ্ছন্ন ভাব চলে আসে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছিল। ফলে তাঁকে শেষপর্যন্ত ভেন্টিলেশনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকের।হাসপাতালে ভর্তির পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে যায়। তার পরও তাঁকে শুধু স্থিতিশীল করাই চিকিতসকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তা নয় বরং তার অন্যান্য যেসব সমস্য়া রয়েছে তারও নিরাময় করাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসকদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ তা হল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাইল্যাটারাল নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। অর্থাত তাঁর দুটি ফুসফুসেই নিউমোনিয়ার সংক্রমণ রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর গ্রেড ২ রেসপিরেটরি ফেলিওর রয়েছে। এই দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি চিন্তায় রাখছিল চিকিৎসক দলকে।ফুসফুসে সংক্রমণ থাকার ভেন্টিলেশন দিয়ে চাপ কমানোর চেষ্টা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ফুসফুসের সংক্রমণ কমাতে নতুন করে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। রক্তচাপ দ্রুত পড়ছিল, অক্সিজেন স্যাচুরেশনও নামছিল দ্রুত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং তাঁকে স্থিতিশীল করতে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। আপাতত ফুল ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে বুদ্ধবাবুকে। তাঁর শরীরে সংক্রমণের মাত্রা অনেক বেশি। সিআরপি ৩০০-রও ওপরে। এর আগেও বুদ্ধবাবুকে ভেন্টিলেট করতে হয়েছিল। সেবারও নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে তাঁর কাজ হচ্ছিল না। সেবার ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। এবার একেবারে চরম সতর্কতায় তাঁর শরীরের সব বিষয়ের উপরে নজর রাখা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন বুদ্ধবাবুর চিকিৎসা করছেন ডা কৌশিক চক্রবর্তী। কৌশিকবাবু বলেন, উনি বেশ সংকটজনক অবস্থাতেই রয়েছেন। তার জন্য ওঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়েছে। ওঁর ফুসফুসে ইনফেকশন রয়েছে। প্রচলিত অ্যান্টিবায়েটিকে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে অন্য অ্যান্টিবায়েটিক দিতে হয়েছে। কিডনির দিক থেকেও সমস্যা রয়েছে। এই অ্যান্টিবায়োটিকটি যদি কাজ করতে সময় পায় তাহলে তাহলে ইতিবাচক কিছু আশা করতে পারি। আমাদের কাছে এখন প্রথম চ্যালেঞ্জ ওঁর নিউমোনিয়া সারানো। সেটা অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ। এরকম সিওপিডি পেশেন্টকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা খুব কঠিন কাজ। দুবছর আগেও একবার ওঁকে ভেন্টিলেট করা হয়েছিল। সেবার দ্রুত বের করা হয়েছিল। তবে এবার সংক্রমণের মাত্রা অনেকটাই বেশি। একটা অ্যান্টিবায়েটিককে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে দিতে হয়। তার পর তার কার্যক্ষমতা বোঝা যায়। তবে এর মধ্যেও পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। ফুসফুসের এই ইনফেকশন ছাড়া শরীটা অনেককিছু অঙ্গ নিয়ে গঠিত। ফলে সব দিকেই নজর রাখতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

শনিবার হাসপাতালে ভর্তির সময়ে বুদ্ধবাবুর রক্তে অক্সিজেনে মাত্রা ছিল ৭০ শতাংশ। ভর্তির পর তা বেড়ে হয় ৯৩ শতাংশ। তার পর তা নামতে থাকে। সন্ধের পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থায় অবনতি হতে থাকে। তাঁর আচ্ছন্ন ভাব বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। তারপরেই ফুল ভেন্টিলেশনে রেখে তাঁর উপরে নজর রাখছেন চিকিতসক দল। ভেন্টিলেশনে দেওয়া ও নতুন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর বুদ্ধবাবুর শারীরিক অবস্থার উন্নতি কতটা হল তা জানতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

## পাট পচাতে পুকুরে নেমে মিলল ব্যালট বাক্স, জোর হইচই নাকাশিপাড়ায়

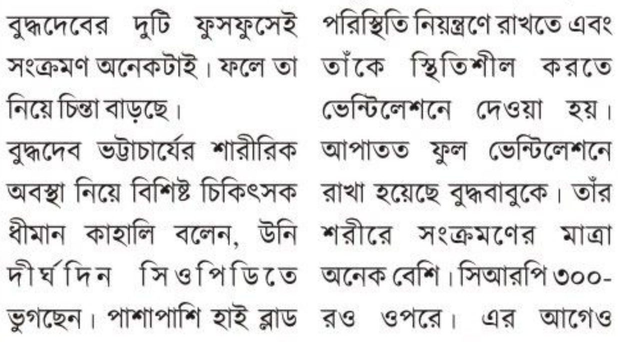

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ব্যালট বাক্স বুকে জড়িয়ে ছুট থেকে পুকুরের জলে ব্যালট ভাসতে দেখা, পঞ্চায়েত ভোটের আবহে সবই দেখে নিয়েছে বাংলা। কিন্তু ভোটপর্ব মেটার মাস ঘুরতে চললেও এখনও পুকুরে মিলছে ব্যালট বাক্স। রবিবার নাকাশিপাড়া থানার বিলকুমারী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বহিরগাছি গ্রামে একটি পুকুর থেকে দু'টি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করা হয়।জল থেকে তোলার পর দেখা যায় সেটি ব্যালট বাক্স। এ নিয়ে যখন ফিসফাস শুরু, তখনই ওই একই পুকুর থেকে আরও একটি ব্যালট বাক্স পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। প্রসঙ্গত, বহিরগাছির ১৮০ নম্বর বুথে

এরপর ৩ পাতায়

## মহরমের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মন্ত্রীরাও অংশ নেন

**কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মহরম উদযাপিত হয়েছে কলকাতা মহানগরে। আজ জনগণ থেকে শুরু করে নেতা-মন্ত্রীদের মহরম উদযাপন করতে দেখা গেছে। এই সময় বন্দর এলাকায় মুরহর্মের মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সমাজসেবক হাজী মাতলুব খান বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও ভাই চরগির উৎসব পালিত হয়েছে। এদিকে, একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, নগরী ও এর আশেপাশের এলাকায় শিয়া মুসলমানরা মুহররম উপলক্ষে মিছিল বের করেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হলেও। তাজিয়া, কালো পতাকা ও ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র নিয়ে মহানগর জুড়ে মুসলিমদের কে দেখা গেছে। পুলিশের মতে, "যে কোনো সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে মহানগরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, খিদিরপুর, ইকবালপুর, মমিনপুর ও মাটিয়াবুর্জে বিশাল মিছিল বের হয়।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

## অন্ধকার বাজার থেকে হঠাৎই উধাও জলজ্যান্ত এক জওয়ান!

# রক্তের দাগ কীসের?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** হারিয়ে গেলেন এক জওয়ান! কোনও সাধারণ মানুষ নন, এক সেনা জওয়ান বেমালুম নিঁখোজ হয়ে যান কী করে? তেমনই ঘটনা ঘটেছে কাশ্মীরে। অন্তত তেমনই অভিযোগ। কাশ্মীরে এমন অপহরণের ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে একাধিক জওয়ানকে এভাবে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে জঙ্গিরা।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ ওই জওয়ান কিছু জিনিস কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। নিজের গাড়ি চালিয়েই বাজারে গিয়েছিলেন তিনি। ঘণ্টাতিনেক কেটে যাওয়ার পরেও তিনি বাড়ি না ফেরায় তাঁর খোঁজ করতে শুরু করেন তাঁর পরিবারের লোকজন। তারপর খোঁজ শুরু করে পুলিসও। পুলিস অবশ্য গাড়িটি বাজার চত্বরেই খুঁজে পায়। গাড়িতে রক্ত লেগে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। কার রক্ত? ওই জওয়ান কোথায় গেলেন? কিছুই পরিষ্কার নয় পুলিসের কাছে। তবে ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।তাই এই জওয়ানের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সব মহলেই।জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার অচাথাল এলাকার বাসিন্দা ওই জওয়ান ভারতীয় সেনায় রাইফেলম্যান হিসেবে কাজ করেন। জাভেদ আহমদ ওয়ানি নামের ওই জওয়ানের লাদাখে পোস্টিং ছিল। কিছুদিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। অভিযোগ, শনিবার সন্ধে থেকে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না। পরিবারের লোকজন কোনওভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না বলেই পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে।

বছরপঁচিশের ওই জওয়ানের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। তাঁর পরিবারের আশঙ্কা তাঁকে অপহরণ করেছে জঙ্গিরা। তিনি তাঁর পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। তাঁর মুক্তির দাবি জানিয়ে পরিবারের তরফে একটি ভিডিয়ো বার্তাও দেওয়া হয়েছে। ওই বার্তায় ওই জওয়ানের মা তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

## মায়ানমার থেকে মণিপুরে ঢুকছে কারা? বায়োমেট্রিক পরীক্ষায় শরণার্থীদের শনাক্ত করবে সরকার!

পরীক্ষা করার কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকারও। শনিবার মণিপুর সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে বায়োমেট্রিক পরীক্ষার বিষয়ে স্বীকৃতি দিল।গত তিন মাস ধরে হিংসায় জ্বলছে মণিপুর। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটিতে কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত দেড়শোর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ঘরছাড়া ৬০ হাজারের বেশি মণিপুরবাসী। অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। মণিপুরে এই হিংসার নেপথ্যে মায়ানমার থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের হাত থাকতে পারে বলেও মনে করছে সরকার। অনুপ্রবেশকারীদের হাত ধরে মায়ানমার থেকে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র মণিপুরে ঢোকানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

১-ম পাতার পর

# গরু পাচার মামলায় ঘুম উড়ল অনুব্রতদের!

নথি, ডকুমেন্টস সমস্ত কিছু একই আদালতে থাকলে বিচার প্রক্রিয়া চালাতে সুবিধা হবে। কোনও নথি প্রয়োজন হলে তা সংগ্রহ করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হবে না। তাই দিল্লির একই আদালতে ইডি ও সিবিআই এর মামলা চলার আবেদন জানিয়েছে ইডি। গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডল, এনামুল হক, সায়গল হুসেন, মনীশ কোঠারি সহ মোট ১২ জন অভিযুক্তদের নিয়ে মামলা দিল্লির রাউস অভিনিউ কোর্টের একই আদালতে হওয়া উচিত বলে আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে আবেদন ইডির।

## কেন্দ্রীয় হোমিয়োপ্যাথি মেডিক্যালে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি চিকিৎসা-শিক্ষায় যুক্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কি আর্থিক ভাবে অনগ্রসর হতে পারেন? একটি কেন্দ্রীয় সরকারি হোমিয়োপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে সে প্রশ্নই দানা বাঁধছে। শুধু তা-ই নয়, নিয়োগে সংরক্ষণের নিয়ম মানা হয়নি বলেও অভিযোগ। এমনকী, সদ্য শেষ হওয়া সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার মান নিয়েও ভূরি ভূরি প্রশ্ন তুলছেন চিকিৎসকরাই। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মানা হয়নি ডায়নামিক অ্যাসিওরড কেরিয়ার প্রোগ্রেশন (ডিএসিপি) নীতি। পাশাপাশি নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমান কর্মীদেরও কিছুই জানানো হয়নি। এনআইএইচের ফ্যাকাল্টিরা বিস্মিত কোটার নিয়ম লঙ্ঘন নিয়ে। এক শিক্ষক-চিকিৎসক বলেন, 'রেপার্টরি বিভাগে সব শূন্যপদেই তফসিলি জাতির প্রার্থী চাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের প্রফেসর পদের জন্য আর্থিক ভাবে অনগ্রসর প্রার্থী চাওয়া হয়েছে। অথচ এই পদের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হতে হয়। কোন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আর্থিক ভাবে অনগ্রসর থাকবেন, তা বোধগম্য হচ্ছে না কারও! 'এককথায়, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির আবহে যখন রাজনৈতিক মহল সরগরম, সেখানে সল্টলেকের কেন্দ্রীয় সংস্থা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিয়োপ্যাথির (এনআইএইচ) নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও অনিয়ম সংক্রান্ত গুচ্ছ অভিযোগের বন্যা। এ নিয়ে নিরুত্তাপ কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক। ৫ মে চিকিৎসক-অচিকিৎসক মিলিয়ে এনআইএইচ-এর প্রায় ৮৬টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরোয়।

শূন্যপদ ছিল পিয়ন, রাঁধুনি, আয়া, ওয়ার্ড বয়, ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অফিসার, ডায়েটিশিয়ান, নার্স, আরএমও, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রফেসর পদে। ২২, ২৩ ও ২৪ জুলাই লিখিত পরীক্ষাও হয়। এনআইএইচের আধিকারিকদের একাংশের অভিযোগ, কোন অজ্ঞাত কারণে বেসিল নামের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা জানা নেই!

২ পাতার পর

# পাট পচাতে পুকুরে নেমে মিলল ব্যালট বাক্স, জোর হইচই নাকাশিপাড়ায়

ব্যালট বাক্স লুঠের অভিযোগ উঠেছিল। সে কারণে এখানে পুনর্নির্বাচনও হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটের সময় এই ব্যালটগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই ব্যালট বাক্সগুলি জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এখন সেগুলিই উদ্ধার হচ্ছে। এক উদ্ধারকারী মনোরঞ্জন বারুই বলেন, "এখানে তো দু'টো বুথে ঝামেলা গোলমাল হয়েছিল। মনে হচ্ছে ওখানকারই ব্যালট বাক্স।" গ্রামের লোকজনের কেউ কেউ বলছেন, "এবার মনে হচ্ছে আবারও ভোট হবে।"এই ব্যালট বাক্স উদ্ধারকে কেন্দ্রকরে এলাকায় জোরচাপানউতর চলছে।

এখন পাট পচানোর সময়। জলাশয়ে তা পচানোর কাজ করেন অনেকেই। রবিবার বহিরগাছি এলাকার ওই পুকুরে পাট পচানোর কাজে নেমেছিলেন কয়েকজন। হঠাতই একটি শক্ত কিছু এক শ্রমিকের পায়ে ঠেকে। ডুব দিয়ে তাতে হাত ছোঁয়াতেই দেখেন বাক্সের মতো কিছু একটা।

## ২০২৪ এর মাধ্যমিক পড়ুয়াদের জন্য এএসএফএইচএম তাদের ' ম্যাজিক বক্স ' নামের উদ্যোগ সামনে নিয়ে এলো

**২৯ জুলাই ২০২৩, কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষকদের বৃহত্তম সংগঠন - এএসএফএইচএম (এডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিসট্রেস) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (বাংলা মাধ্যম) ২০২৪ এর মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের জন্য অফলাইন এবং অনলাইন অধ্যয়ন সামগ্রীর সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ স্টাডি প্যাক প্রস্তুত করেছে।

যাদবপুরের বিজয়গড় বিদ্যাপীঠে মাত্র ৪৪ জন হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিসট্রেস এর উপস্থিতিতে ২০২০ সালের ১ জানুয়ারী, এএসএফএইচএম-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সংগঠনের প্রায় ৪০০০ সদস্য রয়েছে।

যেহেতু বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষার অ্যাপ নেই, এএসএফএইচএম মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে "ম্যাজিক বক্স" নামক উদ্যোগ সামনে নিয়ে এসেছে। অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক হতে হাত মিলিয়ে ম্যাজিক বক্সের বিষয়বস্তুগুলি প্রস্তুত করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরও ভালো নম্বর পেতে সহায়তা করবে। এএসএফএইচএম ম্যাজিক বক্সকে পড়াশোনার সব থেকে কার্যকরী বিকল্প হিসাবে গড়ে তুলতে প্রযুক্তি সহায়ক হিসেবে টিউটোপিয়া লার্নিং অ্যাপের সহায়তা নিয়েছে।

এবছর পড়ুয়ারা ম্যাজিক বক্সের ১০০০০ সংখ্যার সীমিত সংস্করণ, আগে এলে আগে পাবে ভিত্তিতে পাবে।

**ম্যাজিক বক্সে তাদের জন্য থাকছে:**

১. ২০২৪ এর আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বিখ্যাত লার্নিং অ্যাপের ভিডিও টিউটোরিয়াল/ সিলেবাসের নাগাল পেতে দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য একটি স্ক্র্যাচ কার্ড।

২. এতে মোট বিষয় সংখ্যা - ৭. (সমস্ত বিষয়)

৩. অধ্যায় ভিত্তিক একাধিক সংক্ষিপ্ত অ্যানিমেটেড ভিডিও ক্লাস

৪. এক অধ্যায় এক ভিডিও আকারে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য বিশেষ ভিডিও ক্লাস

৫. প্রতিটি বিষয় - প্রশ্নোত্তর সহ মুদ্রিত স্মার্ট নোটের ১ টি করে সেট

৬. MCQ টেস্ট সিরিজ প্যাঁকটিস (ইনবিল্ট ইন লার্নিং অ্যাপ)

৭. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৯৪ টি অধ্যায়ভিত্তিক মক টেস্ট এবং ৭ টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মক টেস্ট থাকছে। শিক্ষার্থীরা ১০১ টি মক টেস্ট দেওয়ার সুযোগ পাবে এবং সবগুলোই ছাপার অক্ষরে।

৮. একজন পড়ুয়া তার সমস্ত বিষয়ের যে কোনো অধ্যায়ের উত্তরপত্র অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে মূল্যায়ন ও সংশোধনের জন্য পাঠাতে পারে।

৯. সংশোধিত উত্তরপত্রের সাথে শিক্ষার্থীরা জমা দেওয়া সমস্ত প্রশ্নের আদর্শ উত্তর পাবে।

আমাদের পথ চলা শুরু ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে, যখন আমরা কোভিড অতিমারীর কারণে গৃহবন্দী। সংগঠনের উদ্দেশ্য প্রধান শিক্ষকদের পেশাগত স্বার্থে কাজ করা হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আমরা অবহেলা করতে পারি না। আমরাই একমাত্র শিক্ষক সংগঠন যারা অতিমারীর সময় অক্সিজেন কনসেনট্রেটর নিয়ে সারা রাজ্য ঘুরে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েচিবএবং আম্ফান ঝড়ের পরে খাদ্য সামগ্রী, পশু-খাদ্য নিয়ে অসহায় মানুষের দরজায় পৌঁছেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৬ লক্ষ টাকা দান করেছি।

আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের বিভিন্ন পেশাগত সমস্যা, আইনি সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রীতে পরিণত হয়েছে।

অনলাইন শিক্ষা এখন সারা বিশ্বে চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠে আসছে। ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি মাধ্যমের অনলাইন শিক্ষা অ্যাপস চালু হয়েছে যেগুলো খুবই ব্যয়বহুল।

**ম্যাজিক বক্স সম্পর্কে - মূল্য, বুকিং পদ্ধতি এবং ডেলিভারি**

১. অন কল সাপোর্ট (হেল্পলাইন # 99039 75050)

২. "ম্যাজিক বক্স"-এর দাম ৭৯৯৯/-। উদ্বোধনী অফার হিসেবে শিক্ষার্থী এটি পাবেন @ ৪৯৯৯/- (সব কিছু সমেত)

৩. "ম্যাজিক বক্স" এর বুকিং ওয়েবসাইট www.asfhm.in

৪. এবং (হেল্পলাইন # 99039 75050) ও

৫. "ম্যাজিক বক্স" এর বুকিং শুরু হয়েছে

৬. এএসএফএইচএম এর নামে চেক, অনলাইন ব্যাঙ্কিং এবং UPI-এর মাধ্যমে পেমেন্ট করা যাবে।

৭. সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে আপনার বাড়িতে ৪ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ডেলিভারি।

এটি তৈরি করা, টিউটোপিয়া লার্নিং অ্যাপের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। আমরা বিশ্বাস করি এএসএফএইচএম-এর সক্রিয় উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

**শ্রী চন্দন মাইতি**
জেনেরাল সেক্রেটারি
এডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিসট্রেস (এএসএফএইচএম)
Email: asfhm@gmail.com
Mobile number 8001679368

**এএসএফএইচএম -এর সাথে যোগাযোগ করুন:**
ডঃ হরিদাস ঘটক, এএসএফএইচএম - সভাপতি (9434146313)
আল্টু প সেখ, এএসএফএইচএম - জেলা কো-অর্ডিনেটর (9903776207)
শ্রী চন্দন মাইতি - এএসএফএইচএম - জেনেরাল সেক্রেটারি (8001679368)
এএসএফএইচএম অফিস - 63A সার্পেন্টাইন লেন, এন্টালি, শিয়ালদহ, কলকাতা: ৭০০০১৪

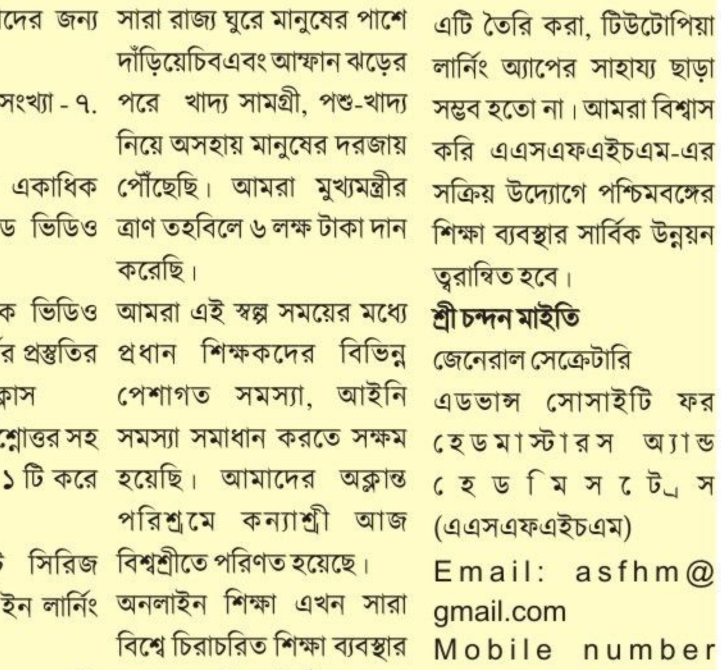

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২১০ সংখ্যা ৩১ জুলাই, ২০২৩ সোমবার ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# বাঁকে করে জল বয়ে শিবের মাথায় ঢালা, ভক্তের হাত ধরে শুরু এই প্রথা?

সব জায়গায় ভক্তদের ছবিও ধরা পড়ে খানিকটা একইরকমের। প্রায় সকলেই কাঁধে বাঁক নিয়ে শিবমন্দিরের দিকে হাঁটছেন। খালি পা। পরনে ধুতি বা শিবের ছবি আঁকা পোশাক। আর বাঁকের দুপাশে ঝুলছে জলের কলসি। যুগ যুগ ধরে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য এই বাঁক ব্যবহার করেন ভক্তরা।যদিও স্রেফ রাবণ নয়। শিবভক্ত পরশুরামও এইভাবে শিবের মাথায় জল ঢালতে যেতেন। কথিত আছে, তিনি গড়মুক্তেশ্বর ধাম থেকে গঙ্গাজল নিয়ে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বগপতের কাছে বিখ্যাত শিবমন্দিরে জল ঢালতে। এখনও হাজার হাজার ভক্ত সেই মন্দিরে জল ঢালতে যান। এখানেই শেষ নয়। তালিকায় শ্রীরাম চন্দ্রের নামও রয়েছে। কথিত আছে বিহারের সুলতানগঞ্জ থেকে গঙ্গাজল নিয়ে দেওঘরের বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গে ঢালতে যেতেন রাঘব। সকলেই অবশ্য শ্রাবণমাস জুড়ে এই নিয়ম পালন করতেন। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই সময় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গে ভিড় হয় চোখে পড়ার মত। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিবমন্দিরগুলিতে শ্রাবণমাসে জল ঢালতে হাজির হন শিবভক্তরা। মনে করা হয়, এতে বিশেষ তুষ্ট হন দেবাদিদেব। ভক্তভরে শ্রাবণমাসে শিবের মাথায় জল ঢাললে যে কোনও বিপদের হাত থেকে মুক্তি মেলে বলেই বিশ্বাস ভক্তদের।তবে সর্বপ্রথম এইভাবে শিবের মাথায় কে জল ঢেলেছিল জানেন?

সে তথ্যের হদিশ মেলে পুরাণে। শিবভক্ত হিসেবে পুরাণে অনেকেরই উল্লেখ মেলে। তবে রাবণের মতো শিবভক্তের উদাহরণ খুব একটা নেই বললেই চলে। অসুর হলেও, তিনি শিবপূজা না করে জলস্পর্শ করতেন না। মহাদেবের আশীর্বাদে তাঁর অগাধ শক্তি হয়েছিল। এমনকি রাবণের দশানন হয়ে ওঠাও দেবাদিদেবের বরেই। পুরাণমতে রাবণই সর্বপ্রথম শিবের মাথায় জল ঢালতে বাঁক ব্যবহার করেছিলেন। উত্তরভারতে এই যেসব শিবভক্তরা বাঁকে করে জল নিয়ে যান, তাঁদের কানওয়ারি বলা হয়। আর এই জল ঢালতে যাওয়াকে বলা হয়, কানওয়ার যাত্রা। বেশ কিছু জায়গায় রাবণকেই প্রথম কানওয়ারি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে একটি কাহিনীও রয়েছে। কথিত আছে, আরাধ্য মহাদেবের এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না রাবণ। তাই সমুদ্র মন্থনে উঠে আসা বিষ পান করার পর মহাদেব যেভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তা রীতিমতো উদ্বিগ্ন করে তোলে রাবণকে। তক্ষনি শিবের মাথায় জল ঢালতে উদ্যত হন তিনি। এদিকে একসঙ্গে অনেকটা জল নিয়ে আসা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুরাণমতে তখন এক লম্বা দন্ডের দুপাশে কলসি ঝুলিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে আসেন তিনি। প্রভুর মাথায় জল ঢেলে তাঁকে খানিক শান্ত করেন। আর এভাবেই নাকি বাঁকে করে শিবের মাথায় জল ঢালার প্রচলন হয়।

# উড়ালপুলের জন্য ঘুরপথ, সড়ক অবরোধ

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজে যে উড়ালপুল তৈরি হচ্ছে তাতে এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের সমস্যা তৈরি হয়েছে। অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাঁদের। বিকল্প রাস্তা তৈরি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে শনিবার বিকেলে কৃষ্ণনগরের পালপাড়া মোড়ের কাছে বেশ কিছুক্ষণ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।এলাকাবাসীর দাবি, তাঁদের যাতায়াতের জন্য বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই দাবি নিয়ে আগেও তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। শনিবার বিকালে তাঁরা প্রায় আধ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। তবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, আন্ডারপাস দিয়ে গেলে বেশি ঘুরপথ হবে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছেন।জাতীয় সড়কে সম্প্রসারণের জন্য এখন বেশ কয়েক জায়গায় উড়ালপুল তৈরি হচ্ছে। পালপাড়া মোড়ের কাছেও উড়ালপুল হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তার জন্য আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের পথ আটকে গিয়েছে। বহু মানুষ এই এলাকা দিয়ে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে বা ওই সড়ক হয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন। কৃষ্ণনগর শহরে বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতর, হাসপাতালে যেতেও এই পথ ব্যবহার করতে হয়। এই পথ আটকে যাওয়ায় অনেকটা রাস্তা ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। আপতকালীন পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বয়স্ক মানুষজনের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। একটি আন্ডারপাস তৈরি হলেও সেটি যথেষ্ট নয়। ওই এলাকায় গ্রামের ভিতর দিয়ে একটি রাস্তা রয়েছে। সেটিও যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ, সেখান দিয়ে বড় গাড়ি চলাচল করতে পারে না।

# পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

অধিকমাসকে মলমাস বলা হয় কারণ গোটা মাসে কোনও সূর্য সংক্রান্তি থাকে না। আবার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, একই মাসে দুটি অমাবস্যাকেও মলমাসের অন্যতম কারণ মনে করা হয়। তাই মহালয়ার দিন নিয়ম মেনেই পিতৃতর্পণ হবে শুধু রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্তকণ্ঠে চণ্ডীপাঠের ৩৫ দিন পার করে শুরু হবে অকালবোধন পূজা পাঠ। আজকের দিনে দেবী দুর্গা পূজার সূচনা দিন।দেবী দুর্গা নাকি এই দুই তিথির মিলনক্ষণেই আবির্ভূতা হন দেবী চামুন্ডারূপে। পুরাণমতে চন্ড এবং মুন্ড নামক দুই ভয়ানক অসুরকে তিনি এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন। অন্যদিকে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার জন্য আশ্বিনমাসে রামচন্দ্রের অকালবোধনের যে উল্লেখ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে, সেখানেও রামচন্দ্র সন্ধিপূজা সমাপন কালে দেবীর চরণে ১০৮ পদ্ম নিবেদন করার আশায় হনুমানকে দেবীদহ থেকে ১০৮টি পদ্মফুল তুলে আনতে বলেন। হনুমান ১০৭টি পদ্ম পান। দেবীদহে আর পদ্ম ছিল না। দেবীদহে একটি পদ্ম কম ছিল। তার কারণ হিসেবে কথিত আছে , দীর্ঘদিন অসুর নিধন যজ্ঞে মা দুর্গার ক্ষত বিক্ষত দেহের অসহ্য জ্বালা দেখে মহাদেব কাতর হন। মায়ের সারা শরীরে একশো আটটি স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। মহাদেব তাঁকে দেবীদহে স্নান করতে বললেন সেই জ্বালা জুড়ানোর জন্য। দেবীদহে মায়ের অবতরণে একশো সাতটি ক্ষত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল একশো সাতটি পদ্মের। মহাদেব দুর্গার এই জ্বালা সহ্য করতে না পারায় তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু নিক্ষিপ্ত হয় মায়ের একশো আটতম ক্ষতের ওপর। দেবীদহে স্নানকালে সেই অশ্রুসিক্ত ক্ষতটির থেকে যে পদ্মটি জন্ম নিয়েছিল সেটি মা নিজে হরণ করেছিলেন। কারণ স্বামীর অশ্রুসিক্ত পদ্মফুলটি কেমন করে তিনি চরণে নেবেন। এখানে পুজোর মূল তত্ত্ব কথা নয় ,স্বামী বিবেকানন্দ কুমারী পূজা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুমারী মেয়েদের কে দুর্গা রূপে পূজা করা যায়।কুমারী পুজো কি? কেন বা আমরাই এই পূজাকে আজও করি ,সেই ইতিহাস আজ আমি আমার কলমে তুলে ধরে এই লেখাটি শেষ করতে চাই।আনুমানিক ৪৪৫০ বছর আগের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে দুর্যোধনের সৈন্য যুদ্ধের জন্য সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে দেখে যুদ্ধবিজয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ রথে বসে ভদ্রকালীর বন্দনার উপদেশ দিলেন অর্জুনকে। মহাবাহু অর্জুন যুদ্ধরথ থেকে নামলেন সমরাঙ্গনে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বন্দনা করলেন,"সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! আপনাকে নমস্কার করি।।

ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার।।"

(মহাভারতম, ভীষ্মপর্ব, ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠা ১৮৫)

মহাভারতে অর্জুনের ভদ্রকালীর বন্দনার কথা যেমন আছে, তেমনই উল্লেখ আছে অর্জুনের কুমারী পুজোর কথা। সুতরাং কুমারী পুজোর প্রচলন মহাভারতীয় যুগ থেকে শুরু করে আজও ভারতের নানা প্রান্তের মঠমন্দিরে, এমনকি কামাখ্যা ও নেপালেও এই পুজো হয়ে আসছে মহাসমারোহে। এদেশে মন্দির নির্মাণ করে দেবী পার্বতীকে কুমারী মূর্তিতে পুজোর প্রচলন সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারীতে। কিভাবে এবং কেমন করে এর শুরু?পুরাণ, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর শিল্পের ডালিভরা কন্যাকুমারী। ভারতের পর্যটন মানচিত্রে দক্ষিণের শেষ প্রান্তভূমি। কাশী শিবের বাসগৃহ, শক্তির আবাসস্থল কন্যাকুমারী। তিন সাগরের মহামিলন ঘটেছে এখানে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর-অতলান্ত এই সাগর ত্রয়ীর তরঙ্গ সর্বদাই ধুয়ে দিচ্ছে সাগরতটে পরাশক্তি দেবী কন্যাকুমারীর চরণযুগল। সুদূর মহীশূর থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালাও এসে স্নান সেরেছে কন্যাকুমারীর সাগরজলে।এমনই একটি সৌন্দর্যে মোড়া ক্ষেত্রেই একসময় পার্বতী আবির্ভূত হয়েছিলেন কুমারী মূর্তিতে। পুরাণের কাল। কঠোর কঠিন তপস্যায় প্রীত ব্রহ্মার বরে ত্রিলোক জয় করলেন বার্ণাসুর। আক্রমণ করলেন দেবলোক। শরণাগত দেবকুলের হয়ে বিষ্ণুর পরামর্শে যজ্ঞ করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্ম হল এক কন্যার। অজেয় বার্ণাসুরকে বধ করার শক্তি রয়েছে এই কুমারী কন্যার। এ কথা জানিয়ে দিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

জন্মের পর কুমারী কন্যা চলে গেলেন দক্ষিণের সাগরতীরে। নীলকণ্ঠ মহাদেবকে স্বামীরূপে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বসলেন তপস্যায়। আকুল আকুতিতে সাড়া দিলেন মহাদেব।এদিকে বিবাহে বাধ সাধতে তৈরি হলেন দেবর্ষি নারদ। বিবাহ হলে কুমারী যদি না থাকেন দেবী তবে বার্ণাসুর নিধন হবে কীভাবে? দেবর্ষির মন্ত্রণায় কুমারীকন্যা মহাদেবের কাছে চাইলেন তিনটি দুর্লভ বস্তু। চক্ষুহীন নারকেল, শিরাহীন তাম্বূল আর গ্রন্থিহীন ইক্ষু। একই সঙ্গে শর্ত আরোপ করলেন, রাত্রিকালেই বিবাহ করতে হবে। সূর্যোদয় হলে তিনি অরক্ষণীয় হয়ে থাকবেন।

অসাধ্য সাধন করে যথাসময় কন্যার প্রার্থিত বস্তুগুলি সংগ্রহ করলেন মহাদেব। বিবাহের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। কন্যাকুমারী থেকে অল্প দূরত্বেই শুচিন্দ্রম। দেবর্ষি নারদ বিভ্রান্ত করলেন মহাদেবকে। মহাদেবের চলার পথে গভীর রাতেই ডাকলেন মোরগের ডাক। বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে গেলেন মহাদেব শুচিন্দ্রমে। ভাবলেন ভোর হয়ে গিয়েছে। আর অগ্রসর হলেন না। মহাদেব রয়ে গেলেন শুচিন্দ্রমে।এদিকে দেবী কুমারীর আকুল প্রতীক্ষার অবসান হল সূর্যোদয়ে। সাগরের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিবাহের সমস্ত উপচার। নারদের ইচ্ছা পূরণ হল বিষ্ণুর করুণায়। যথাসময়ে বার্ণাসুরকে বধ করলেন দেবী কুমারী। দেবী বার্ণাসুরের অন্তিম প্রার্থনায় তাঁর দেহরক্ষার স্থানটিকে বাণতীর্থ নামে প্রচারিত করলেন তিনলোকে। সে তীর্থ আজও আছে এখানকার সাগরতীরে। এ সব কথা ও কাহিনি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কুমারিকাখণ্ডের। এ কথাই দেবীর আবির্ভাব কথা।কুমারী পুজো মূলত সাত্ত্বিক পুজোর অঙ্গবিশেষ। এক থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা কন্যা এবং ঋতুমতী না হওয়া কুমারীই প্রধানত এই পুজোর যোগ্য।কুমারী পুজোয় বিভিন্ন বয়েসের কন্যাকে পুজো করা হয় বিভিন্ন নামে। এই পুজো দুর্গাসপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কুমারী বালিকাকে পুজো করা হয় দেবী জ্ঞানে।তান্ত্রিক মতবাদের প্রতিফলন বলে সমস্ত শক্তিপীঠেই কুমারী পুজো করা হয়। তবে দেবীতীর্থ কামাখ্যাতে তীর্থযাত্রীরা প্রতিদিনই কুমারী পুজো করে থাকেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের কথায়, দেবী অম্বিকা কুমারী কন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবতাদের সামনে, নির্দেশ দিয়েছিলেন বেলগাছে দেবীর বোধন করতে। দেবীকে কুমারী নামে অভিহিত করা হয়েছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। একমাত্র কন্যাকুমারীর মন্দিরে দেবীনামের ঐতিহ্য বহন করছে কুমারী প্রতিমার পুজো করে।সর্বত্র ও সমস্ত শক্তিপীঠে কুমারী পুজোর ফল অশেষ। যেকোনও জাতির কুমারী পুজো করায় বাধা নেই। তন্ত্রের কথায়, কুমারী পুজোয় জাতিভেদ বিচার করা উচিত নয়। মানুষ নরকগামী হয় জাতিভেদ করলে।জাগতিক সমস্ত দুঃখ দারিদ্র ও শত্রুনাশ এবং শক্তিপ্রাপ্তির জন্য কুমারী পুজো সর্বোত্তম। কুমারী পুজোর ফলে অপ্রাপ্ত কামনাও পূরণ করেন দেবতারা। আর্থিক অবস্থা অনুসারে এক বা একাধিক কুমারী পুজো করা যায়। তবে এক কন্যা পুজোয় যে ফল, একাধিক কুমারী পুজোয় ফলের কোনও তারতম্য নেই।তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কুমারী পুজো করলে স্বয়ং ভগবতী প্রসন্ন হন। যেখানে কুমারী পুজো হয়, সেখানেই ভগবতীর নিবাস। কুমারীকে ভোজন করালে দেবী কুমারীরূপে অবতীর্ণ ও আনন্দিত হন। সেইজন্য কুমারী কন্যাকে মান্য করা হয় ভগবতীরূপে। যে কন্যারূপী দেবীকে পুজোর শেষে নৈবেদ্য ও ভোজনে তৃপ্ত করে, সে ত্রিলোক তৃপ্ত করে।কুমারী পুজোর সময় বয়সানুসারে কুমারীর নামকরণের নানারীতি প্রচলিত আছে। যেমন, এক বছরের কন্যা সন্ধ্যা, দু-বছরের সরস্বতী, তিন বছরে বর্ষা বা ত্রিধামূর্তি, চার বছরে কালিকা, পাঁচ বছরে সুভগা, ছ-বছরে উমা, সাত বছরে মালিনী, আট বছরে কুঞ্জিকা মতান্তরে কুবিজবন, ন-বছরে কালসন্দর্ভা মতান্তরে কালসন্ধ্যা, দশ বছরে অপরাজিতা, এগারো-বছরে রুদ্রাণী, বারো বছরে ভৈরবী, তেরো বছরে মহালক্ষ্মী, চোদ্দবছরে পাঠ-নায়িকা, পনেরোয় ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোলো বছরে কুমারী অভিহিত হয় অম্বিকা নামে। ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত এই নামে পূজিত হবে কুমারী কন্যা।

কুমারী পুজো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। দুর্গার রূপ ধরে নিয়েই পুজো করা হয় কুমারীকে। কুমারীকে স্নান করিয়ে পরানো হয় নতুন বস্ত্র, নানা আভরণ। সাজানো হয় ফুলের মালা ও মুকুট দিয়ে। পায়ে আলতা পরিয়ে কপালে দেয়া হয় কুমকুমের টিপ। কুমারীকে রাখা হয় অভুক্ত অবস্থায়। আসনে এমনভাবে বসানো হয় যাতে তার কোনও কষ্ট না হয়ে আনন্দলাভ করে। এবার অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সামনে বসিয়ে কুমারীকে পুজো করা হয় দেবীজ্ঞানে। এ পুজো হয় নিজ অধিকার ও সামর্থ্য অনুসারে বিধি ও রীতি মেনে।

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# সিনেমার খবর

cinema TV

## যার সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় হাতেনাতে ধরা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর সফলতার দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছেন, ততই তাঁর অতীত বারবার তাঁর সামনে আসছে। তাঁর আপকামিং ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল'-এর প্রচারে বহুদিন পর ভারতে এসেছেন প্রিয়াঙ্কা।

সাথে রয়েছেন তাঁর স্বামী নিক জোনাস ও কন্যাসন্তান মালতী। মুম্বই বিমানবন্দরে নেমেই মালতীকে কোলে নেওয়ার ধরনের কারণে এক দফা প্রিয়াঙ্কাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সমালোচনা। এবার আবারও সামনে এল তাঁর অতীত।

শাহিদ কাপুর এর সাথে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক নিয়ে একসময় বলিউডে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। শোনা যায়, ২০১১ সালে আয়কর দফতরের তরফে রেইড করা হয়েছিল প্রিয়াঙ্কার মুম্বইয়ের বাড়িতে। সেই সময় নাকি শাহিদ তোয়ালে পরে প্রিয়াঙ্কার বাড়ির দরজা খুলেছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে এই বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা জানান, ওই দিন শাহিদ তাঁর বাড়িতে ছিলেন। কারণ তাঁর ও শাহিদের বাড়ির দূরত্ব ছিল মাত্র তিন মিনিট। তবে তোয়ালে পরে শাহিদের দরজা খোলার বিষয়টি নাকচ করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, এই ধরনের অস্বস্তিকর গুঞ্জনের ফলে যে দুটি মানুষ সম্পর্কে রয়েছেন তাঁদের সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যেই আবারও সামনে এসেছে বলিউডে প্রিয়াঙ্কার কেরিয়ার শেষ করে দেওয়া সংক্রান্ত একটি মন্তব্য।

প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছিলেন, বলিউডে তাঁকে কার্যতঃ একঘরে করে তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। এর ফলে বলিউড সেলেবদের একাংশ মনে করতে থাকেন, প্রিয়াঙ্কা হয়তো করণ জোহর এর দিকে ইঙ্গিত করছেন।

কিন্তু নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে করণের সাথে প্রিয়াঙ্কার আচরণে এই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, তিনি পডকাস্টে তাঁর দশ, পনের, বাইশ, ত্রিশ ও চল্লিশ বছরের জার্নি নিয়ে মন্তব্য করার সময় উঠে এসেছিল বলিউড প্রসঙ্গ। সেই সময় তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু সেখানে প্রিয়াঙ্কা কারোর নাম নেননি। তবে সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমানে প্রিয়াঙ্কা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তিনি নিজের মতো করে শান্তিতে রয়েছেন।

## বিপদে সানি লিওন

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউড তারকা সানি লিওনের বিরুদ্ধে কখনও কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। অতীত জীবন যেমনই হোক, বলিউডে পা রাখার পর নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করেই এই তারকাকে সমন পাঠিয়েছে ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন [ইম্পা], যা অনেককেই চমকে দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, বিনোদ বচ্চন নামে এক প্রযোজকের টাকা ফেরত না দেওয়ায় সানিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিনোদের ছবিতে কাজ না করেও চুক্তির টাকা ফেরত দিচ্ছেন না এ অভিনেত্রী। এ নিয়ে প্রযোজক বারবার যোগাযোগ করলেও কোনো উত্তর পাচ্ছেন না সানি ও তাঁর সহকারীর কাছ থেকে।

সংবাদমাধ্যমগুলো আরও জানিয়েছে, কয়েক বছর আগে বিনোদ বচ্চনের একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন সানি লিওন। সেই সুবাদে চুক্তি অনুযায়ী দেড় কোটি টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু বিনোদ শেষমেশ ছবিটি নির্মাণ করেননি, যে কারণে টাকা ফেরত চেয়েছেন। কী কারণে ছবি নির্মাণ করেননি, তা নিয়ে এই প্রযোজক মুখ খোলেননি।

এদিকে সানির সহকারী জানিয়েছেন, ইম্পার দ্বারস্থ হয়ে বিনোদ যে অভিযোগ এনেছেন, তা পুরোপুরি সত্য নয়। অভিনয়ের জন্য সানির সঙ্গে ৫০ লাখ টাকার চুক্তি হয়েছিল, যার সব তথ্য তাদের কাছে আছে। যথাসময়ে তা পেশ করা হবে।

## কৌতূহলের মধ্যেই এলো দুঃসংবাদ!

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** ২৮ জুলাই মুক্তি পাচ্ছে আলিয়া ভাটের নতুন ছবি 'রকি অউর রানী'। বলিউডের আলোচিত নির্মাতা করণ জোহরের ক্যারিয়ারের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ছবিটি মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এ ছবিতে বহুদিন পর জুটি হিসেবে দেখা যাবে রণবীর সিং ও আলিয়া ভাটকে। এ কারণে এ ছবি নিয়ে দর্শকের কৌতূহলের শেষ নেই। সেই কৌতূহলের মধ্যেই দর্শকের কানে এলো দুঃসংবাদ।

আলিয়ার ছবিটিতে পড়েছে সেন্সরের কাঁচি!

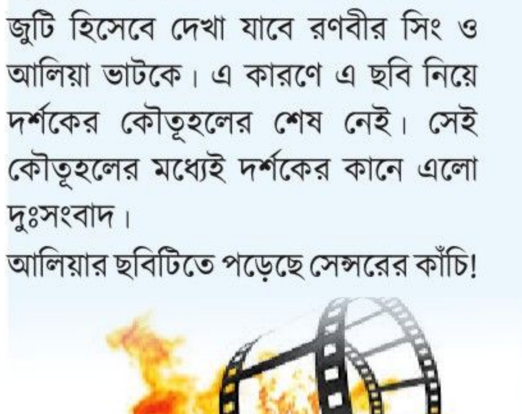

এ অভিনেত্রীর পাশাপাশি পরিচালক করণ জোহরের গল্প নির্বাচন, নির্মাণু কোনো কিছু নিয়ে এত দিন প্রশ্ন ওঠেনি। তাহলে নতুন ছবিতে কী এমন আছে, যার জন্য চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে কাঁচি চালাতে হলো? এ প্রশ্ন এখন অনেকের।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, 'রকি অউর রানী' ছবিতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেন্সর সদস্যরা। ছবির প্রথম ঝলক মুক্তি পাওয়ার পরই আলিয়ার মুখে শোনা গিয়েছিল 'খেলা হবে' স্লোগান। পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ শব্দের অবতারণা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন 'খেলা হবে' মর্মে।

সেই শব্দ ছবির ট্রেলারে শোনা গেছে আলিয়ার মুখে। ওই শব্দে কাঁচি চলেছে কিনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও খবর ও ছবি থেকে বাদ পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সংক্রান্ত প্রসঙ্গ। তা ছাড়া ছবিতে ব্যবহার করা একটি মদের ব্র্যান্ডের নাম বদলে গেছে। কাঁচি চালানো হয়েছে একটি নারী অন্তর্বাসের দোকানের দৃশ্যে।

ছবির ট্রেলারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত একটি দৃশ্য নিয়েও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছিল কথার যুক্তি। সেন্সর বোর্ড সেই দৃশ্যটিতেও সামান্য রদবদল করেছে। এরপরও ছবিটি দর্শক মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে বলে বিশ্বাস আলিয়া ও করণের। কেননা গল্প, চরিত্র, নির্মাণ সব মিলিয়ে ছবিটি সময়োপযোগী।

এতে আরও অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র, জয়া বচ্চন, শাবানা আজমি, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরীর মতো গুণী অভিনয়শিল্পী।

## সৃজিতের সৌজন্যে ৪৩ বছর পর ফের বড়পর্দায় উত্তম কুমার

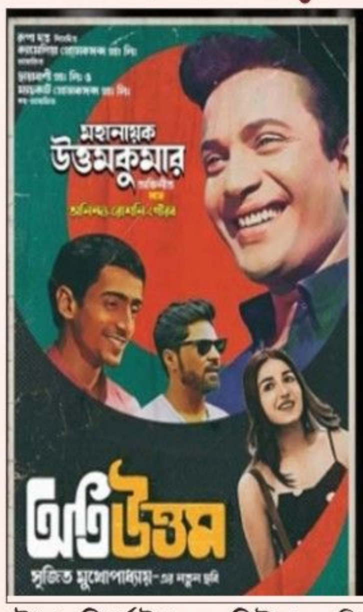

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** তিনি বাঙালির ম্যাটিনি আইডল, তাকে পর্দায় দেখতে হলে উপচে পড়ত ভিড়। শুধু পর্দাতেই নয়, পর্দার বাইরেও তার মতো প্রেমিক চাইতেন তরুণীরা, তার ইমেজ ছিল পাশের বাড়ির ছেলের মতো, অথচ তার স্টারডম ছিল আকাশছোঁয়া। আজও বাঙালির মনে মণিকোঠায় রাজ করেন তিনি। আজও তার ছবিতে চোখ রাখে তরুণ প্রজন্ম, তাকে নিয়ে হয় গবেষণাও। তিনি উত্তম কুমার। ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই, মাত্র ৫৩ বছর বয়সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বাংলার একমাত্র মহানায়ক। প্রয়াণের ৪৩ বছর পর ফের বড়পর্দায় ফিরছেন তিনি। সৌজন্যে পরিচালক সৃজিত মুখার্জী।

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক অদৃশ্যপূর্ব ঘটনা। ফের আরও একবার বড়পর্দায় আসছেন বাঙালির সর্বকালের সেরা স্টার অভিনেতা উত্তম কুমার। একটি ছবির পরিকল্পনা করেছেন পরিচালক সৃজিত। ছবির নাম 'অতি উত্তম'। সেই ছবিতে উত্তম কুমারের চরিত্রে অভিনয় করবেন স্বয়ং উত্তম কুমার। ছবির গল্পে মুখ্য দুই চরিত্র কৃষ্ণেন্দু ও সোহিনী। তাদের প্রেমকাহানি জুড়ে থাকবেন উত্তম কুমার। কৃষ্ণেন্দুর চরিত্রে অভিনয় করবেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত আর সোহিনীর চরিত্রে দেখা যাবে রোশনি ভট্টাচার্যকে। ছবিতে উত্তম কুমারের নাতির চরিত্রে থাকছেন মহানায়কের আসল নাতি গৌরব চট্টোপাধ্যায়।

ছবিতে গৌরব ও কৃষ্ণেন্দু দুই বন্ধু। অন্যদিকে কৃষ্ণেন্দু এক গবেষক। সে উত্তম কুমারকে নিয়ে গবেষণা করছেন। সেই কারণেই তারা দুজনে মিলে প্ল্যানচেট করে উত্তম কুমারকে নিয়ে আসেন। সেখানে উত্তমের চরিত্রে দেখা যাবে স্বয়ং উত্তমকেই। পাশাপাশি কৃষ্ণেন্দুর জীবনের প্রেমঘটিত নানা সমস্যারও সমাধান করবেন মহানায়ক। গৌরব, অনিন্দ্য ও সোহিনী ছাড়া এই ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে লাবণী সরকার এবং শুভাশিস মুখার্জীকে। আগামী ডিসেম্বরে বড়পর্দায় আসবে 'অতি উত্তম'

## জাতীয় দলের

# 'স্বপ্ন ছেড়ে' সৌদির পথে ম্যালকম

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ফুটবল লিগে অর্থ ঢালছে সৌদি আরব। যে ঢেউ ইউরোপের ফুটবল বাজারে আছড়ে পড়েছে। ঢেউটা ব্রাজিলের জাতীয় দলেও লেগেছে। হয়তো অতটা প্রকট না। সৌদি লিগে পাড়ি জমিয়েছেন ব্রাজিল জাতীয় দলের ডিফেন্ডার অ্যালেক্স টেলেস। যাওয়ার পথে আছে মিডফিল্ডার ফ্যাবিনহো। এবার সৌদির ক্লাব আল হিলালে যোগ দিচ্ছেন ব্রাজিলের ২৬ বছর বয়সী রাইট উইঙ্গার ম্যালকম ফিলিপে সিলভা। অর্থের মোহে পড়ে জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নকে এক প্রকার পায়ে ঠেলে আরব দেশে যাচ্ছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ম্যালকমের জন্য আল হিলাল ৫৫ থেকে ৬০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব করেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাঁ পায়ের এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড আল হিলালে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন। এখন ক্লাব পর্যায়ে রাশিয়ার জেনিথ সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাজি হলেই সৌদির হয়ে যাবেন তিনি। ম্যালকম ব্রাজিলের প্রতিভাবান রাইট উইঙ্গারদের একজন। দুই মৌসুম ফ্রান্স ক্লাব বোর্দোয় দারুণ খেলেছেন তিনি। বার্সেলোনা সেজন্য তাকে মোটা অঙ্কের অর্থে কিনেছিল। এক মৌসুম ক্যাম্প ন্যুতে থাকলেও খেলার বা দেখানোর তেমন সুযোগ পাননি। জেনিথে সর্বশেষ মৌসুমে ২৬ গোল করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান।

সেজন্য ব্রাজিল জাতীয় দলে জায়গাও মিলেছিল। দুটি ম্যাচও খেলেছেন ম্যালকম। কিন্তু রাইট উইঙ্গে তার লড়াইটা বার্সেলোনার রাফিনহা, ম্যানইউ-এর অ্যান্তোনি কিংবা রিয়াল মাদ্রিদের রদ্রিগোর সঙ্গে। সৌদি লিগে গেলে ম্যালকম ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাবে খেলা ফুটবলারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবেন না। জাতীয় দলের পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে যাবেন। এটা জেনেই তিনি আল হিলালে চুক্তি করছেন।

# কামব্যাকে শুরু রিয়ালের প্রাক মৌসুম

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** প্রাক মৌসুম মানে দল দেখে নেওয়ার সুযোগ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, নতুনদের কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সহায়তা করার সুযোগ। রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তির মনোযোগও ছিল সেদিকে। মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম, স্ট্রাইকার জোসেলু, দলে ফিরে আসা ব্রাহিম দিয়াজদের তাই সুযোগ দিয়েছিলেন রিয়াল কোচ। বেঞ্চে ছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রদ্রিগো গোয়েস, লুকা মডরিচরা। প্রথমার্ধে আনচেলত্তির দল সুবিধা করতে পারেনি। প্রথমার্ধে হজম করে দুই গোল।

২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে রিয়াল। ভিনি, রদ্রিগো, ভালভার্দের জুটি দাঁড় করানো হয়। মডরিচ-চুয়ামেনিরা নামেন মাঠে। তাতে বদলে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় আগুন ঝরানো ফুটবল খেলেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। জোড়া গোল করেছেন ভালভার্দে। গোলে সহায়তা দিয়েছেন রদ্রিগো। এতে প্রাক মৌসুম দুর্দান্ত কামব্যাকে শুরু করেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। শেষ দিকে ভিনিসিয়াসের গোলে ৩-২ ব্যবধানের জয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা। ম্যাচের ২৫ ও ৪২ মিনিটে গোল করে লিড নেয় এসি মিলান। আট বদল এনে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে লস ব্লাঙ্কোসরা। ৫৭ মিনিটে প্রথম সাফল্য পায় স্প্যানিশ ক্লাবটি। রদ্রিগোর বল ধরে গোল করেন ভালভার্দে। দুই মিনিট পরেই আবার ভালভার্দে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। এরপর শুরু হয় রিয়ালের জয় তুলে নেওয়ার লড়াই। একের পর এক ড্রিবলিং, গতির ঝলক দেখাতে শুরু করেন ভিনিসিয়াস। তাদের আক্রমণে ত্রস্ত হয়ে পড়ে এসি মিলান। শেষ পর্যন্ত ৮৪ মিনিটে গোলের দেখা পান ব্রাজিলিয়ান তরুণ ভিনি। তাকে গোল করান বুড়ো মডরিচ। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লস ব্লাঙ্কোসরা।

# সেরা কোন লিগ

মেসির মেজর সকার ৩ | রোনালদোর সৌদি প্রো ২

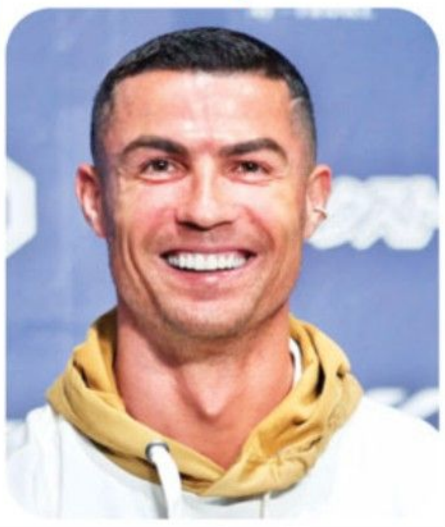

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ইউরোপ থেকে দু'জনই বিদায় নিয়েছেন, তারপরও যেন মেসি-রোনালদোর শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্ক থামছে না। ঝিমিয়ে পড়া বিতর্কটা ক'দিন আগে নতুন করে উস্কে দিয়েছেন খোদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ এ তারকা সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এমএলএস (মেজর সকার লিগ) থেকে সৌদি লিগ অনেক এগিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএসকে তিনি অবসর নেওয়া ফুটবলারদের ঠিকানা হিসেবেও কটাক্ষ করেছেন। দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিকে এমএলএস ক্লাব ইন্টার মায়ামি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপনের পরদিনই এ মন্তব্য করলেন রোনালদো। এটা কী কাকতালীয়? নাকি জেনেবুঝেই এমন মন্তব্য করেছেন রোনালদো? সে যা-ই হোক, তাঁর এ মন্তব্যে দুই লিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্কও চলে এসেছে। এর জের ধরেই প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক 'ডেইলি মেইল' মেসির এমএলএস ও রোনালদোর সৌদি প্রো লিগের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছে। পাঁচটি পয়েন্টে করা আলোচনায় ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে মেজর সকার লিগ। এ তুলনার উল্লেখযোগ্য অংশ সমকাল পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

**তারকা খেলোয়াড়**

মেজর লিগের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই অভিজ্ঞ। এই বিষয়টিকে একটু চাঁছাছোলাভাবে বলা যায়, সেরা সময় পেরিয়ে আসাদের ঠিকানা এ লিগ। এর মধ্যে আক্রমণভাগের অভিজ্ঞ তারকা খেলোয়াড় রয়েছেন, যাদের পারিশ্রমিক লিগের বেতন কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকে না। সাধারণত ইউরোপে খেলা বর্ষীয়ান তারকাদের এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ তালিকায় আছেন ক্রিশ্চিয়ান বেনতেকে (৩২), লরেঞ্জো ইনসিনিয়ে (৩২), হ্যাভিয়ার হার্নান্দেজ (৩৫) ও ডগলাস কস্তা (৩২)। প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন কিন্তু এখন হয়তো সেখানে সুযোগ পাবেন না, এমন ক'জনও এ তালিকায় রয়েছেন। তারা হলেন রাভেল মরিসন, ভিক্টর ওনিয়ামা, তেমু পুক্কি ও ম্যাথেউস ক্লিচ। এ ছাড়া ফেদেরিকো বার্নাদেসচি, জাদরান শাকিরির মতো যারা এখনও ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সামর্থ্য রাখেন, তারাও রয়েছেন। আর ইন্টার মায়ামিতে সদ্য যোগ দেওয়া বার্সা ট্রায়ো লিওনেল মেসি, সার্জিও বুসকেট এবং জর্দি আলবা তো রয়েছেনই। তারপরও তারকা খেলোয়াড়দের তুলনা করতে গেলে এগিয়ে থাকবে সৌদি প্রো লিগ।

কাতার বিশ্বকাপের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে টানার মধ্য দিয়ে শুরু তারকাদের আগমন। বিশাল পারিশ্রমিক দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার করিম বেনজেমাকে কিনে নেওয়ার পর সবাই রীতিমতো চমকে যায়। চেলসির মিডফিল্ডের অন্যতম ভরসা এনগোলা কান্তেকে নেওয়াও চমক ছিল। লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসনও আল-ইত্তেফাকে নাম লেখাতে যাচ্ছেন। ম্যানচেস্টার সিটিকে ট্রেবল জেতানো রিয়াদ মাহারেজের আল-আহলিতে যোগ দেওয়া এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলা মার্সেলো ব্রোজোভিচের মতো তারকাকে নিয়েছে সৌদি লিগ। তাই খেলোয়াড় দলভুক্ত করায় এমএলএস থেকে অনেক এগিয়ে সৌদি লিগ। এই তুলনায় সৌদি প্রো লিগ ১ গোলে মেজর সকার থেকে এগিয়ে থাকবে।

ফুটবলের মান তবে এত এত তারকা খেলোয়াড় টানাই কিন্তু সর্বোচ্চ মানের ফুটবলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিশাল বিনিয়োগ করা চায়নিজ লিগ ও রুশ লিগের মতো অবস্থা তাদের হয় কিনা, সেটা নিয়েও অনেকে শঙ্কিত। তাই সৌদি লিগে একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। উয়েফা প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দার সেফেরিন সৌদির আচমকা বিনিয়োগের সমালোচনা করে বলেছেন, তারকা খেলোয়াড়দের পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ঢেলে জাঁকজমক লিগ আয়োজন করে ফুটবলের উন্নতি করা যায় না। বরং এসব অর্থ তৃণমূলে ব্যয় করে মানসম্মত একাডেমি বানিয়ে এবং বিদেশ থেকে ভালো কোচ এনে দেশের ফুটবলের ভিত শক্ত করলে ভালো ফল আসবে। সেদিক থেকে বরং একটা নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে এমএলএস। বাস্কেটবল ও বেসবল হলো যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় খেলা। এর মধ্যেও সেখানে ফুটবলের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। সেই সত্তরের দশকে নিউইয়র্ক কসমসে ফুটবল সম্রাট পেলে খেলেছিলেন। ইউরোপের সেরা ক্লাবগুলোর মতো না হলেও সেখানে ফুটবলের একটা কাঠামো গড়ে উঠেছে। তাই ফুটবলের মানের দিক থেকে এমএলএস ১-০ গোল দেবে সৌদি প্রো লিগকে।

**জীবনধারা**

লিওনেল মেসির জন্য বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরব। তারপরও এ তারকার সেখানে না যাওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত জীবনের হাতছানি প্রধান কারণ বলে মনে করেন অনেকে। জন্মস্থান আর্জেন্টিনা ও দীর্ঘদিন ক্লাব ফুটবল খেলা ইউরোপে তিনি যে ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছেন, সৌদি আরবে তেমনটা পাবেন না। বরং সৌদি আরবের নানা বিধি-নিষেধের কারণে তাঁর স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ইউরোপের 'নাইট লাইফ' সৌদিতে পাবেন না। সেটা বরং যুক্তরাষ্ট্রে ভালো মতো পাবেন। তাই এমএলএস এখানে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকবে।

**বেতন-ভাতা ও সম্মানী**

লিওনেল মেসি এবং তাঁর দুই বার্সা সতীর্থ বার্জিও বুসকেট ও জর্দি আলবাকে অবশ্যই মোটা পারিশ্রমিক দেওয়ার কারণেই তারা ইন্টার মায়ামিতে গেছেন। যদিও তাদের জন্য সৌদি লিগ থেকে এর চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিকের প্রস্তাব ছিল। মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন বার্ষিক ৪৫ মিলিয়ন পাউন্ড পারিশ্রমিকে। অথচ সৌদি লিগের দল আল-নাসরে রোনালদো প্রতি বছর ১৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড বেতন পাবেন। যদিও ইন্টার মায়ামির বেতনের প্যাকেজে মেসি ফুটবলারদের আয়ের তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। তবে এমএলএস থেকে সেরা দশে একমাত্র তিনিই রয়েছেন। সৌদিতে করিম বেনজেমা, হেন্ডারসন, ব্রোজোভিচরাও মেসির চেয়ে বেশি বেতন পাবেন। নিশ্চিতভাবেই এ তুলনায় মেসিদের লিগকে ১ গোল দেবে রোনালদোদের সৌদি প্রো লিগ।

**দর্শক উন্মাদনা**

ইউরোপের মতো ফুটবল নিয়ে এত উন্মাদনা নেই যুক্তরাষ্ট্রে। এর মধ্যে এমএলএসের কিছু ক্লাবের খেলায় খুব একটা দর্শকও হয় না। তাই সেখানে মাঠে বিস্ফোরণোন্মুখ আবহের সৃষ্টি হয় না। তারপরও মেজর সকার লিগের অধিকাংশ ক্লাবের খেলায় ভালোই দর্শক হয়। সেখানে গড়ে প্রতি ম্যাচে ১০ হাজারের বেশি দর্শক উপস্থিত থাকে। সৌদি আরবে লিগ এখনো ঠিকঠাক মতো দাঁড়ায়নি। সেখানে দর্শকের উপস্থিতি খুবই কম। কোন বিশেষ উপলক্ষে মানুষ সেখানে মাঠে যায়। তাই দর্শকের দিক থেকে এমএলএস ১-০ তে এগিয়ে থাকবে।

## 'হ্যালন্ড এখন আরও ফিট',

# হুঙ্কার গার্দিওয়ালার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ছুটি কাটিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছেন আর্লিং হ্যালন্ড। প্রাক মৌসুম শুরু করেছেন তিনি। সেখানে গোলও করেছেন এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। তাতেই হুঙ্কার ছেড়েছেন সিটিজেন কোচ পেপ গার্দিওয়ালা। গত মৌসুমের চেয়ে এবার হ্যালন্ড আরও বেশি ফিট বলে উল্লেখ করেছেন এই স্প্যানিশ কোচ, 'গত মৌসুমের তুলনায়? যখন সে এসেছিল এখন তার চেয়ে আরও বেশি ফিট। তাকে দেখে বেশ ভালো মনে হচ্ছে, তবে সে এখনও সেরা থেকে দূরে।'

গত মৌসুমের তিন প্রাক মৌসুমের ম্যাচে মাত্র এক গোল করেছিলেন হ্যালন্ড। তারপরও ৫১ গোলে গত মৌসুম শেষ করেছে দীর্ঘদেহি এই ফুটবলার। এবার প্রাক মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করেছেন। যা আরেক মৌসুমে দুর্দান্ত কিছুর ইঙ্গিত। তবে পেপ বলছেন, প্রীতি ম্যাচে হ্যালন্ডের গোল করা দরকার ছিল। কারণ গত মৌসুমের শেষ ম্যাচ অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ম্যাচে তিনি গোল করতে পারেননি, 'তার জন্য সবচেয়ে দরকারি জিনিস হলো গোল করা, কারণ গত মৌসুমের শেষ ম্যাচে সে গোল করতে পারেনি।' গোল করা, ম্যাচ জেতা এই হৃদয়টা খুব দরকারি বলেও মন্তব্য করেছেন সাবেক বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখ কোচ গার্দিওয়ালা, 'রিদমটা খুব দরকার। মোটের ওপর এটা নিয়েই আমরা কাজ করছি। আমরা তাকে ভালো মতোই জানি, আশা করছি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও ভালো অবস্থানে দেখা যাবে তাকে।'

## লিভারপুলকে ৪ গোল দিল

# দ্বিতীয় বিভাগের দল

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** লিগে লিভারপুল গত মৌসুম পাঁচে শেষ করেছে। আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা হবে না দলটির। নতুন মৌসুম ঘিরে নতুন পরিকল্পনা রেডস কোচ জার্গেন ক্লপের। নতুন করে দল গড়ছেন তিনি। কিন্তু কাজ যে অনেক বাকি প্রাক মৌসুমের শুরুতেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সোমবার প্রীতি ম্যাচে জার্মানির দ্বিতীয় বিভাগের দল গ্রেউথার ফার্থের সঙ্গে ৪-৪ গোলের সমতা করেছে লিভারপুল। অথচ গোলবারে অ্যালিসন বেকার, রক্ষণে ভার্জিল ফন ডাইক, ইব্রাহিম কোনাতে, মিডফিল্ডে ম্যাক অ্যালিস্টার, কোডি গাকপো, আক্রমণে ডারউইন নুনিয়েজ, লুইস দিয়াজ, মোহামেদ সালাহ সকলেই ছিলেন। লিভারপুল ম্যাচের ২২ মিনিটে প্রথম গোল করে। গত মৌসুমের অধিকাংশ সময় ইনজুরিতে কাটানো লুইস দিয়াজ দারুণ এক শটে বল জালে পাঠান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অর্থাৎ ৪৭ মিনিটে ওই গোল শোধ করে ফোর্থ। এরপর নুনিয়েজ জোড়া গোল করে দলকে ৩-১ গোলে এগিয়ে নেন। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার ম্যাচের ৫০ ও ৫৯ মিনিটে গোল করেন। জার্মানির দ্বিতীয় বিভাগের দলের বিপক্ষে ৪-৪ গোলের সমতা করেছে লিভারপুল।

ওই দুই গোলও শোধ করে দেয় ফোর্থ। ম্যাচের ৭৪ ও ৭৭ মিনিটে গোল করে আরমিন্দ সায়েব। শুধু তাই নয় ৭৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ২০ বছরের তরুণ এই জার্মান ফুটবলার। ফোর্থ ৪-৩ গোলের লিড নেয়। লিভারপুল তখন হারে প্রাক মৌসুম শুরুর শঙ্কায়। বদলি নামা মো সালাহ ৮৯ মিনিটে গোল করে দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।

## সেমিফাইনালের

# চার দলের একটি হবে পাকিস্তান: সৌরভ গাঙ্গুলি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অন্যতম ফেভারিট পাকিস্তান। আর নিজেদের মাটিতে খেলা হলেও, মারাত্মক চাপে থাকবে ভারত। আফ্রিকান একটি গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার হার্শেল গিবস।

তবে, নিজ দেশের সম্ভাবনাও একদম উড়িয়ে দিচ্ছেন না তিনি। গিবসের বিশ্বাস, ফাইনালে উঠতে পারলে অধরা ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরবে প্রোটিয়ারাই।আড়াই মাস পরই ভারতের মাটিতে গড়াতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। সব প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে স্বাগতিকরা। ভারতের মোট ১০ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে এই মহা আসর। ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের।

বিশ্বকাপের ভেন্যু ঘোষণার আগে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে তৈরি হয়েছিল নানা নাটকীয়তা। রীতিমতো অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল পাকিস্তানের এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ। তবে সব জটিলতা কাটিয়ে পাকিস্তানকে নিয়েই আসর শুরুর অপেক্ষায় আইসিসি।

শুধু জটিলতা কাটিয়ে অংশগ্রহণই নিশ্চিত করেনি পাকিস্তান, সোনালি ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার তারা। ক্রিকেট বিশ্বের অনেকই এবার বাবর-রিজওয়ানদের রাখছেন এগিয়ে। ক'দিন আগে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি জানান, সেমিফাইনালের চার দলের একটি হবে পাকিস্তান। তাদের শীর্ষ চারের মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার হার্শেল গিবসও। জিম্বাবুয়েতে চলমান জিম আফ্রো টি-টেন লিগে জোবার্গ বাফেলোসের কোচের দায়িত্বে আছেন গিবস। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে এমনটা বলেছেন সাবেক এই ব্যাটসম্যান।

গিবস বলেন, 'পাকিস্তান খুব ভালো দল। তারা যেকোনো প্রতিপক্ষের জন্য ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। তাদের দলে বাবর আজমের মতো ব্যাটসম্যান রয়েছে। নিঃসন্দেহে বাবর সেরাদের একজন।'

গিবসের মতে, নিজেদের কন্ডিশনে ভারতও খুব শক্তিশালী দল। কিন্তু, স্বাগতিক হওয়ায় কোহলি-রোহিতরা মারাত্মক চাপে থাকবে।

তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, বিশ্বকাপে ভারত সবচেয়ে বেশি চাপে থাকবে। তাদের এমন কিছু ক্রিকেটার রয়েছে যারা চাপের মাঝেও ভালো খেলে। তবে, আরও অনেক দলই আছে যারা উপমহাদেশের কন্ডিশনে খেলতে অভ্যস্ত। এটা একটা রোমাঞ্চকর টুর্নামেন্ট হবে।'

নিজ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়েও আত্মবিশ্বাসী গিবস। অতীতে ভালো দল নিয়েও বারবার বিশ্বকাপে হৃদয় ভেঙেছে প্রোটিয়াদের। তবে, এবার 'চোকার্স' তকমা ঝেরে ফেলবে, আশায় বুক বাঁধছেন দেশটির সর্বকালের অন্যতম বিধ্বংসী এই ব্যাটসম্যান।

তিনি বলেন, 'সেমিফাইনালে আটকে গেলে চলবে না। আমাদের ফাইনালেই যেতে হবে! যেদিন ফাইনালে যেতে পারব সেদিনই আমরা শিরোপা জিততে পারব।' বাভুমা-মিলারদের দল নিয়ে আশাবাদী প্রোটিয়া সমর্থকরাও। ভারতের মাটিতেই প্রথম শিরোপা জিতবে প্রিয় দল, এমন স্বপ্নই দেখছে তারা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাঁড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR